44

দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

৮০

ঢাকায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, শীঘ্রই ঢাকায় একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকার এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। বৃটেন এতে কারিগরি সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছে এবং প্রকল্প প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল খুব শীঘ্রই ঢাকায় আসছেন।

কতদিন নাগাদ এর কাজ শুরু হবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্প প্রণয়নের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ দ্রুত শেষ হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল শুক্রবার সকালে সচিবালয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রযুক্তি পরিকল্পনা' ফোরামের পাঁচ দিনব্যাপী বৈঠক শেষে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা জানান। তিনি বলেন, সর্বদিক দিয়েই ফোরামটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সফল। বৈঠকে ১৪ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞসহ মোট ৮৩ জন অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে সমাপ্তি অধিবেশনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আবদুস সালাম এর উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ শহীদ বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

ঢাকায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা কাজ করে যাচ্ছি। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনেই আমরা প্রযুক্তি অর্জন করতে চাই। উন্নয়ন প্রযুক্তি মানুষকে বেকার করে না– কাজের ধরন পাল্টে যায় মাত্র। তবে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত বিভাগগুলোতে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানের আরো সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, যাদের স্কুলে আসা উচিৎ গত বছর নাগাদ তাদের শতকরা ৬৫ জনকে স্কুলমুখী করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে তা শতকরা ৭০ ভাগে উন্নিত করা সম্ভব হবে এবং নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞানদানের জন্য পথকলি ১ ও ২ চালু করা হয়েছে।

গত ১৪ থেকে ১৮ই মে অনুষ্ঠিত ফোরামের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে ফোরামের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদ বলেন, প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাজনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, ব্যবস্থাপক ও গবেষকসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

ফোরামে এদের সকলের খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমেই সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ দেশে প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ফোরামে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নিজস্ব মডেলের প্রযুক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ফোরামের সফলতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট উঁচু পর্যায়ের বিশেষ করে যারা দেশের শিল্পোন্নয়নের সাথে জড়িত তারা শিল্পোন্নয়নে প্রযুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রযুক্তি পরিকল্পনা সম্পৃক্ত করার জন্য শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এ জন্য পরিকল্পনা কমিশন, বহিঃসম্পদ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। ফোরামে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে প্রযুক্তি পরিকল্পনাকে সম্পৃক্ত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পারসপেকটিভ প্লান হাতে নেয়া প্রয়োজন। সরকার প্রথমবারের মত পারসপেকটিভ প্লানের আওতায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনা করা সহজ হবে। উন্নয়ন প্রকল্পে প্রযুক্তিগত বিষয় যথাযথ বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশন জুলাই মাস থেকে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সংশোধিত প্রকল্প ছক চালু করবে। ফোরামের বৈঠকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আমদানীর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মন্ত্রী জানান, দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তি পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ বেশ সময়সাপেক্ষ। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ ইতিমধ্যেই এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায়, খাদ্য শিল্প, ইলেকট্রনিক্স এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে প্রযুক্তি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।